দৈনিক ইত্তেফাক

NOV. 23 2001

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা প্রসঙ্গে

ডঃ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেয়া হয় শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ ডিগ্রী। বিশ্ববিদ্যালয় লেখাপড়া এবং গবেষণা করার সর্বোচ্চ এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। একটি দেশের অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়। এদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে দেশের আগামীদিনের নেতা, প্রশাসক তথা দেশ চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক। বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু নিজ দেশের জন্য যোগ্য নাগরিকই গড়ে তোলে না, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণারত হয়ে দেশকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নেন। নিজ নিজ ডিসিপ্লিনের সর্বশেষ গবেষণা কাজের সাথে পরিচিত হয়ে সে ক্ষেত্রে তাঁরা আরো নতুন নতুন অবদান রাখেন। এভাবে অবদানমূলক গবেষণার মাধ্যমে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিজেকে, নিজের বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশকে বিশ্ব সমাজে পরিচিত করে তোলেন। দেশের সরকার নীতি-নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায় সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর প্রকৃত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এ দেশটিতে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া করার সুযোগ লাভ করে। যে সকল কারণে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না, তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা। বর্তমান বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র রাজনীতির নামে যা করছে, তাকে আমি ছাত্র-রাজনীতি বলতে চাই না। এ রাজনীতি যদি ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত হত, যদি তাদের এ্যাকাডেমিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হত, তাহলে আমি বিবেচনা করে দেখতাম, এ রাজনীতিকে ছাত্র-রাজনীতি বলা যায় কি না। কিন্তু বাস্তবে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের এ্যাকাডেমিক স্বার্থের জন্য রাজনীতি করছেন না। তারা যা করছেন, তাকে সহজভাবে বলা যায় জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি। অর্থাৎ তারা যে রাজনীতি করছেন, তা হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতের রাজনীতি, তথা প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের প্যারেন্ট রাজনৈতিক দলের রাজনীতি। ছাত্র-ছাত্রীরা যদি নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাজনীতি গড়ে তুলতে পারতেন, তাহলে সে রাজনীতি থেকে হয়তো তারা উপকৃত হতে পারতেন। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করতে হত না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াত জিন্দাবাদ না দিয়ে, সেক্ষেত্রে তারা তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দাবী নিয়ে সোচ্চার হতেন এবং সে সকল দাবী আদায়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হতেন। সে অবস্থায় তাদের স্লোগান হত, 'আমাদের অমুক পরীক্ষা সময়মত হল না কেন? জবাব চাই জবাব চাই।' 'লাইব্রেরীতে বই নাই কেন? জবাব চাই জবাব চাই' ইত্যাদি ধরনের। কিন্তু, বাস্তবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থেকে এ ধরনের স্লোগান শোনা যায় না বললেই চলে। পরিবর্তে, তারা তাদের সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুভিত্তিক স্লোগান দিয়ে থাকেন। ছাত্র নেতাগণ তাদের ক্যারিয়ার এবং লেখাপড়া-সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলীর চেয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে বেশি মাথা ঘামান বলে মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আজ ছাত্র রাজনীতির নামে জাতীয় দলীয় রাজনীতির যুগপৎ অশুভ তৎপরতা ও প্রতিযোগিতার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা লেখাপড়ার মোটেও অনুকূল নয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সেশন জট চলছে। ক্যাম্পাসে ও হলগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ঘন ঘন সশস্ত্র সংঘাতের ফলে কিছুদিন পরপরই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যে জন্য পাঁচ বছরের শিক্ষা জীবন শেষ করতে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ৭/৮ বছর, বা আরো বেশি সময় লেগে যাচ্ছে। ফলে, এ অশুভ ও আত্মবিধ্বংসী ছাত্র-রাজনীতির কারণেই ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মহা মূল্যবান সময়।

রাজনৈতিক নেতানেত্রীগণ আন্তরিকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চান না; তারা চান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের অধিকাংশই যেহেতু বিত্তশালী এবং যেহেতু তাঁদের প্রায় অনেকের ছেলে-মেয়েই বিদেশে লেখাপড়া করেন, সেজন্য তারা স্বদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়ম, সেশন জট ও অন্যান্য দুর্গতি নিয়ে খুব কমই ভাবেন। তবে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে কখনই যে কোন কথা ওঠেনি, তা নয়। এ রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে জেনারেল এরশাদ একবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যদিও সে উদ্যোগ সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল না। জেনারেলের রাজনৈতিক দল শিক্ষাঙ্গনে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে সকল দলের অসহযোগিতায় ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে সকল দলের কাছে একাধিকবার আবেদন করেন সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ। তাঁর যৌক্তিক আবেদন সচেতন দেশবাসী সমর্থন করলেও রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনলাভে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

যারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চান না, তাঁরা কারা? তারা হচ্ছেন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতানেত্রীগণ। সংখ্যায় কম হলেও এঁরা খুবই শক্তিশালী। এঁরা দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজের ও দলের স্বার্থকে বড় করে দেখেন বলেই কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে চান। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হলে এঁদের ক্ষতি হয় না, ক্যাম্পাসে বন্দুকযুদ্ধ হলে বা লাশ পড়লে এঁরা বিচলিত হন না, ছাত্রনেতারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি করলেও এঁরা বিরক্ত হন না। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থই এঁদের কাছে বড়। সেজন্য বড় দলগুলোর নেতানেত্রীদের কাছ থেকে ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে কোন কথা শোনা যায় না।

দেশের সাধারণ সচেতন নাগরিকদের প্রায় সকলেই ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় রাজনীতি বন্ধের পক্ষে, এঁদের বেশির ভাগই ছাত্র রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করার পক্ষে, যদিও এঁদের কেউ কেউ আবার এ রাজনীতি পরীক্ষামূলকভাবে ৫/১০ বছরের জন্য বন্ধ করার সুপারিশ করেন। বিবেকবান নাগরিকগণ যখন ছাত্র রাজনীতির বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করেন, স্বাভাবিক কারণেই তখন এ রাজনীতি বন্ধ করাই তাঁরা সমীচীন বিবেচনা করেন। সুশীল সমাজের সদস্যগণ যখন দেখেন, ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্ররা কিভাবে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার করছেন; কিভাবে ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারের রাজনীতি চলছে এবং তার প্রভাবে কিভাবে লাশের পর লাশ পড়ছে; হল দখল, সিট দখলের রাজনীতিতে কিভাবে সন্ত্রাসের ব্যবহার হচ্ছে; কিভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে শিক্ষক রাজনীতি মিলেমিশে গিয়ে এ্যাকাডেমিক পরিবেশ ধ্বংস করছে; তখন যার ভেতরে সামান্যতম দেশপ্রেম আছে, এমন কেউই এ রাজনীতির বিরোধিতা না করে পারেন না। তাছাড়া, যে ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী দিনে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ, তারাই যদি এ্যাকাডেমিক কাজকর্ম বাদ দিয়ে দলীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত সময় কাটান, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা অনুমান করা যায়; সেদিকে লক্ষ্য করে, জাতির মঙ্গলের জন্য হলেও আমাদের সকলের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য ভাবা উচিত।

একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমাদের দেশেই শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করছেন না, সারা-বিশ্বব্যাপী ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন। পৃথিবীর অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীগণ কি তাদের শিক্ষা জীবনে জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিতে নিয়োজিত হচ্ছেন? পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা কি দেখি? ব্রিটেনের বা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত হবার সময় পাচ্ছেন কি? না, তারা এমন সময় পাচ্ছেন না, আর পেলেও তারা এ ধরনের রাজনীতিতে খুব একটা আগ্রহী হচ্ছেন না। বরং তারা তাদের লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন, গড়ে তুলছেন নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার। ফলে দলীয় রাজনীতির কারণে, সন্ত্রাসের কারণে, তাদের এ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের একটি দিনও কখনই নষ্ট হচ্ছে না, সময়মত সকল ক্লাস হচ্ছে, সময়মত সকল পরীক্ষা হচ্ছে, সময়মত শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করছেন। পক্ষান্তরে, আমাদের শিক্ষাঙ্গনের চিত্র কি সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়? এই কিছুদিন আগেও লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলের শেষদিকে দেশের পাঁচটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের এ অশুভ দলীয় রাজনীতির কারণে বন্ধ ছিল। আশ্চর্য এ দেশ! যেখানে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস, পরীক্ষা সব বন্ধ থাকে। অথচ আশ্চর্য! এ নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া যেন বাংলাদেশে সম্প্রতি গা-সওয়া কালচারে পরিণত হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতির সাথে শিক্ষক রাজনীতির মিশ্রণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ্যাকাডেমিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় শিক্ষকগণ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অন্যতম অহঙ্কার 'সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সমান আচরণ' করতে পারছেন না। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের দলীয় লাইন বুঝে-শুনে তাদের সাথে আচরণে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এ অশুভ দলীয় তৎপরতা অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলকেও প্রভাবিত করছে। যে শিক্ষকের সময় ব্যয় করা উচিত শ্রেণীকক্ষে, গ্রন্থাগারে বা ল্যাবরেটরিতে, তাঁরা তা না করে নীল, সাদা বা সবুজ বর্ণের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় কাজে সময় ব্যয় করছেন। যে ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত একটি ছাত্রাবাসকে জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা, তারা তা না করে একে দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলছেন। সিট দখল এবং হল দখলের নামে ছাত্রাবাসগুলোতে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ফলে, ছাত্রাবাসগুলোতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবর্তে সাংঘর্ষিক পরিবেশ, বিদ্যা চর্চার পরিবর্তে অস্ত্রবাজি এবং যুক্তির পরিবর্তে পেশীশক্তির ব্যবহার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছাত্র রাজনীতির সাথে শিক্ষক রাজনীতির মিশ্রণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ্যাকাডেমিক পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর ফলে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় শিক্ষকগণ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অন্যতম অহঙ্কার 'সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি সমান আচরণ' করতে পারছেন না। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের দলীয় লাইন বুঝে-শুনে তাদের সাথে আচরণে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এ অশুভ দলীয় তৎপরতা অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলকেও প্রভাবিত করছে। যে শিক্ষকের সময় ব্যয় করা উচিত শ্রেণীকক্ষে, গ্রন্থাগারে বা ল্যাবরেটরিতে, তাঁরা তা না করে নীল, সাদা বা সবুজ বর্ণের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে দলীয় কাজে সময় ব্যয় করছেন।

ছাত্র রাজনীতির নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের রয়েছে আর্মস ক্যাডার। ছাত্ররা ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি প্রভৃতি জঘন্যতম কাজেও জড়িত হয়ে পড়েছেন। একটি জাতির শিক্ষা জীবনে এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সে জাতির ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, তা বুঝতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষের দেরী হবার কথা নয়। সে জন্যই সাধারণ বিবেকবান মানুষ এবং সুশীল সমাজের সদস্যগণ আজ চান যে, এ দেশে ছাত্র রাজনীতির নামে যা চলছে, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অচিরেই তা বন্ধ করা হোক। তাঁরা চান, ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে তাদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শিখে যোগ্য হয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত হতে পারেন, সে লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হোক। এ রকম শান্তিময় সুষ্ঠু সুন্দর শিক্ষাঙ্গনের কথা ভাবতে হলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সম্পূর্ণ নিরুপ; তারা ছাত্র রাজনীতির কুফল চোখে দেখেও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিরন্তর ব্যবহার করে যাচ্ছেন। মুখে মুখে দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা বললেও এ ব্যাপারে তাঁরা তাদের নীতি বদল করছেন না। তবে, সাধারণ জনগণের চিন্তা-ভাবনা জরিপ করে একথা বোঝা যায়, কোন রাজনৈতিক দল যদি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগে এগিয়ে আসে, যদি অন্যান্য দলের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে সফল হতে পারে, তবে সে দল দেশের আপামর মানুষের সমর্থন ও দোয়া লাভে সমর্থ হবে। দুঃখের বিষয়, কোন রাজনৈতিক দলকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। বড় দলগুলো নির্বাচনে প্রচারণা করার সময় অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিলেও তাদের কেউই কিন্তু ভুলেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়নি, নির্বাচনী ইশতেহারেও এহেন ইস্যুর সন্নিবেশ ঘটায়নি। ফলে, ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে যে অশুভ তৎপরতা চলছে, তা অব্যাহত আছে। এ অবস্থা বেশিদিন চলতে দেয়া মঙ্গলজনক নয়।

আজ দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের উচিত এ আত্মবিধ্বংসী, অশুভ তথাকথিত ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির এ লেজুড়বৃত্তি বন্ধের ব্যাপারে ঐকমত্য গড়ে তোলা। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি সংগঠন, এবং যারা সমাজের ও দেশের মঙ্গল, উন্নয়ন ও অগ্রগতি চান, এমন সকলে মিলে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপরে এমন শক্তিশালী চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা অচিরেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতি চর্চার পরিবর্তে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার অঙ্গনে পরিণত করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

[লেখকঃ অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]